নাগরিক সংলাপ

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

শিক্ষা, মানসম্মত কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা: অর্জন কতটুকু?

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

শনিবার ১৩ আগস্ট ২০২২, ঢাকা

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

UNDEF The United Nations Democracy Fund

কার্যক্রম বাস্তবায়নে

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক, সিপিডি
অভ্র ভটাচার্য, যুগ্ম-পরিচালক, সিপিডি
মুনতাসির কামাল, রিসার্চ ফেলো, সিপিডি
সৈয়দ ইউসুফ সাদাত, রিসার্চ ফেলো, সিপিডি
তামিম আহমেদ, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, , সিপিডি
ফখরুদ্দিন আল কবীর, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি
রাতিয়া রেহনুমা, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি
এস. এম. খালিদ, প্রোগ্রাম এসোসিয়েট সিপিডি
ইরতাজা মাহবুব আখন্দ, সাবেক ডায়লগ এসোসিয়েট, সিপিডি

সূচি

- সূচনা
- কার্যক্রমের উদ্দেশ্য
- অঙ্গীকার এক-মানসম্মত কর্মসংস্থান
- অঙ্গীকার দুই-জেন্ডার সমতা
- অঙ্গীকার তিন-শিক্ষা
- মুক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল
- আঞ্চলিক সংলাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল
- উপসংহার

সূচনা

- বাংলাদেশে প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো প্রথাগতভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এ নির্বাচনী ইশতেহার রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, নিজ দলের আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা এবং ভোটারদের তথা জনগণের প্রতি তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের একটি প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটিকে দল ও ভোটারদের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি বলে ধরে নেওয়া যায়।
- এই চুক্তির ভিত্তিতে জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জবাবদিহি চাওয়া এবং মেয়াদ শেষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি কতটুকু কার্যকর হলো এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হয়।

- ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ প্রকাশ করে।
  - এর মধ্যে ছিল ২০২১ সালের আগেই মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া
  - ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন
  - ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ
  - 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া

এছাড়াও এই ইশতেহারে ৩৩ টি খাতে জোর দেওয়া হয়। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুস্পষ্ট কর্মসূচি নিয়ে গত সারে তিন বছর ধরে এই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার।

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট জ্ঞান ও অভিব্যক্তির বিশ্লেষণ;
- নীতি আলোচনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বিষয়ে পর্যালোচনা; এবং
- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে শিক্ষা, জেন্ডার সমতা এবং মানসম্মত কর্মসংস্থান এই তিনটি বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমূলক পদক্ষেপগুলোর অর্জনের বিশ্লেষণ করা।

কার্যক্রম

এই কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন পূর্ব ও পরবর্তী ইশতেহার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা যাচাই করা। সিপিডি গত দুই বছরে এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করেছে

- তিনটি বিশেষজ্ঞ আলোচনা
- সারা বাংলাদেশেরর ১৫ টি জেলায় লক্ষ্যনির্দিষ্ট ৯০টি মুক্ত আলোচনা
- চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগে আঞ্চলিক সংলাপ
- তিনটি বিষয়ে নীতি সংক্ষেপ এবং একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা
- মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনা
- নাগরিক সম্মেলন

অঙ্গীকার এক

মানসম্মত কর্মসংস্থান

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে

মানসম্মত কর্মসংস্থান প্রসঙ্গ

- মানসম্মত কর্মসংস্থানের বিষয়ে এই ইশতেহারে মোট ৪৬ টি অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আগের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই ইশতেহার এমন একটি সময়ে গৃহীত হয়, যখন প্রবৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেকের চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

- সিপিডি ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক ৪৬টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২৪ টি প্রতিশ্রুতি (৫২ শতাংশ) সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক হিসেবে সনাক্ত করেছে।

- ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তবে ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের তুলনায় ২০১৮ সালের ইশতেহারে শ্রম অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর একটি বড় অংশ ইতিমধ্যে গৃহীত নীতি—যেমন আর্থিক সহায়তা, ঋণ, কর অবকাশ—অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রধান প্রধান অঙ্গীকার

- ২০২৩ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ১.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। কৃষি, শিল্প ও সেবা কর্মসংস্থানে চাকরির হার যথাক্রমে ৩০, ২৫, ও ৪৫ শতাংশ হবে। এই সময়ের মধ্যে, ১,১০,৯০,০০০ নতুন মানুষকে কর্মশক্তিতে যুক্ত করা হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে।
- প্রতিটি উপজেলা থেকে এক হাজার যুবক বিদেশে পাঠানো হবে।
- দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে; ১. 'কর্মঠ প্রকল্প' (পরিশ্রমী প্রকল্প)
- 'শুদক্ষপ্রকল্প' (দক্ষ প্রকল্প)
- ভবিষ্যতে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।
- তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে 'যুব উদ্যোক্তা নীতি' প্রণয়ন করা হবে
- প্রতিটি জেলায় একটি করে 'যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠিত হবে
- জাতীয় সেবা কর্মসূচি প্রতিটি উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের আওতায় পৃথক যুব বিভাগ গঠন করা হবে
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে
- পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আর্থিক উদ্যোগ নেওয়া হবে। বৈচিত্র্য অব্যাহত থাকবে।
- পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড স্টোরেজ , ফসল প্রক্রিয়া করন ও দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন স্থাপিত হবে
- শিল্পায়নের অগ্রগতি ও উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দেশীয় গবেষণা উৎসাহিত করতে গবেষণা ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে।
- যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের দক্ষতা বাড়ানো হবে।
- তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য তহবিল, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।
- 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহিলাদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

অঙ্গীকার দুই

জেন্ডার সমতা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে

জেন্ডার সমতা প্রসঙ্গ

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর "নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক ৩.১২ ধারায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাঁচটি অঙ্গীকার উল্লেখ করেছে -

- ২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারীপুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ আরও জোরালোভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে।
- নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সব ক্ষেত্রে নারীর কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা।

অঙ্গীকার তিন

শিক্ষা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে

শিক্ষা প্রসঙ্গ

- শিক্ষা খাতে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কথা বলে হয়েছে
- শিক্ষার মান উন্নয়েনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে
- নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ঝড়ে পড়ার হার শুন্যে নামিয়ে আনা।
- গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীন করা হবে
- উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে
- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে
- গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎসাহ, সহায়তা, এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে
- প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করা হবে
- আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে এবং বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে
- প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বই ছাপার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- শিক্ষকদের বেতন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি সহ সকল কল্যাণমূলক উদ্যোগ সত্ত্বেও, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামোতে কিছু বৈষম্য থাকতে পারে, যা পরবর্তী মেয়াদে বিবেচনা করা হবে।

মুক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

বেতাগী উপজেলা, বরগুনা (৩০ মে ২০২১)

মোরেলগঞ্জ উপজেলা, বাগেরহাট (২ এপ্রিল ২০২১)

ইন্দুরকানী উপজেলা, পিরোজপুর (২৭ মে ২০২১)

কাপ্তাই উপজেলা, রাঙ্গামাটি (৩১ মার্চ ২০২১)

মুক্ত আলোচনা সংগ্রহের পদ্ধতি

- নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কতটুকু, তা জানার জন্য দেশব্যাপী ১৫ টি জেলায় উঠান বৈঠক পরিচালিত হয়। এই মুক্ত আলোচনায় সর্বমোট ৯১৮ জন অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ৪৬০ জন পুরুষ এবং ৪৫৮ জন মহিলা অংশগ্রহন করেন। বৈঠকের তথ্যকে নিরপেক্ষ রাখতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে যুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে ৩টি বিষয়ের (মানসম্মত কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা ও শিক্ষা) উপর মোট ১৮ টি প্রশ্নের একটি প্রশ্নমালা নিয়ে উঠান বৈঠক করা হয়েছে যাতে করে শহর অঞ্চলের সাথে সাথে প্রান্তিক অঞ্চলের চিত্রটিও উঠে আসে।

মুক্ত আলোচনা সংগ্রহের পদ্ধতি (আঞ্চলিক)

রংপুর অঞ্চলের মুক্ত আলোচনা

- ছয়টি উপজেলা
- ১৮ টি মুক্ত আলোচনা
- ১৮০ জন অংশগ্রহণকারী
- ৩টি বিষয়

চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুক্ত আলোচনা

- ছয়টি উপজেলা
- ১৮ টি মুক্ত আলোচনা
- ১৯০ জন অংশগ্রহণকারী
- ৩টি বিষয়

রাজশাহী অঞ্চলের মুক্ত আলোচনা

- ছয়টি উপজেলা
- ১৮ টি মুক্ত আলোচনা
- ১৮৭ জন অংশগ্রহণকারী
- ৩টি বিষয়

খুলনা অঞ্চলের মুক্ত আলোচনা

- ছয়টি উপজেলা
- ১৮ টি মুক্ত আলোচনা
- ১৮১ জন অংশগ্রহণকারী
- ৩টি বিষয়

বরিশাল অঞ্চলের মুক্ত আলোচনা

- ছয়টি উপজেলা
- ১৮ টি মুক্ত আলোচনা
- ১৮০ জন অংশগ্রহণকারী
- ৩টি বিষয়

মুক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

সাধারণ বিষয়াবলী

- আলোচনায় বেশিরভাগ মানুষ উল্লেখ করেছেন, তারা নিজ চাহিদা বা দাবি সরাসরি বা লিখিত আকারে প্রার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব সমস্যা উপস্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হলেও চূড়ান্ত ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হয়নি।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা নেই। আবার এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই, যার মাধ্যমে দলের সদস্যদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ইশতেহারে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। অনেকক্ষেত্রেই ইশতেহার বলতে তারা জনপ্রতিনিধিদের মৌখিক অঙ্গীকারকেই বুঝে থাকেন।
- অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই অংশগ্রহণকারীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।
- জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা ততটা অবগত নয়। স্থানীয় উন্নয়ন পদক্ষেপের বিষয়ের তাদের কাছে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।
- নির্বাচনের পূর্বে জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্থানীয় জনগন তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে পারলেও নির্বাচনের পরে সে সুযোগ কমে গেছে। যদিও অনেকেই সরাসরি সংসদ সদস্যদের কাছে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পেরেছেন।
- প্রশাসনিক জটিলতার কারণে গ্রামীন জনগন অনেকসময় সরকারি বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।
- স্থানীয় জনগন তাদের চাহিদা সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পায় না।

সাধারণ বিষয়াবলী *(চলমান)*

- জনপ্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের সুযোগ কমে গেছে। জনপ্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার রীতি গড়ে তুলতে হবে। যোগাযোগের অভাব অনেকসময় ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
- ইশতেহার নির্বাচনের পরে কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নির্বাচিত হওয়ার পরে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত সংলাপ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে এলাকার মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।
- জনগণের প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে সরকার বা তার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনলাইন জরিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মুক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

জেন্ডার সমতা

- নারীদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ ঋণের ব্যাবস্থা করতে হবে। ঋণ সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করতে হবে।
- সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার এবং কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
- সরকারি চাকরি এবং কিছু বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাতে এখনো মজুরি বৈষম্য আছে। দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মজুরিতে এখনো বড় ধরনের বৈষম্য আছে। একজন পুরুষ কর্মী যেখানে পাচ্ছেন ৪০০-৪৫০ টাকা, একজন নারী কর্মী সেখানে পাচ্ছেন মাত্র ২০০-২৫০ টাকা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন, গাড়ি চালানো, আইসিটি, ইত্যাদিসহ আরও নানা ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে শিশু ও বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকের বিস্তার রোধ ও ইভটিজিং রোধ নিশ্চিত করা উচিত।
- নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন এবং সব ধরনের অধিকার সম্পর্কে নারীদের অবগত করতে ও অধিকারের প্রয়োগ বাড়াতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।
- নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। সেই অনুদান যেন সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ লক্ষ্যে সরকার কমিটি গঠন করে দিতে পারে।
- নারীর কাজের প্রতি আগ্রহ ও সুযোগ বাড়াতে শহর এবং গ্রামে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

মুক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

মানসম্মত কর্মসংস্থান

- জনগনকে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ ঋণের ব্যাবস্থা করতে হবে। ঋণ সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করতে হবে।
- সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় শ্রমিকদের অগ্রাধিকার এবং কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে বেকারত্ব কমাতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির সাথে সাথে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। তার সাথে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে।
- গ্রামাঞ্চলে শিল্পনগরী স্থাপন, বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প, এবং সরকারের ৪০ দিনের একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রামীণ জনগণের জন্য কাজের সুযোগ তৈরিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং এসব কর্মসুচির পরিধি আরও বৃদ্ধি করা উচিত।
- সরকারি চাকরি এবং কিছু বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাতে এখনো মজুরি বৈষম্য আছে। দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মজুরিতে এখনো বড় ধরনের বৈষম্য আছে। একজন পুরুষ কর্মী যেখানে পাচ্ছেন ৪০০-৪৫০ টাকা, একজন নারী কর্মী সেখানে পাচ্ছেন মাত্র ২০০-২৫০ টাকা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

শিক্ষা

- শিক্ষাখাতকে দুর্নীতি এবং রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষকদের গুণগত মানোন্নয়নে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল বয়সী নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং একইসাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- কাঠামোগত উন্নয়নের সাথে শিক্ষা খাতের গুণগত উন্নয়নে গুরত্বারোপ করতে হবে। বরাদ্দ বেশি থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর তহবিল ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। দেখা যায়, বরাদ্দের বড় একটি অংশ চলে যায় অনুন্নয়ন ব্যয়ে। সুতরাং, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা এবং গবেষকদের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো প্রয়োজন। জাতীয় সমস্যা নিরসনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আঞ্চলিক সংলাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

রংপুর (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

চট্টগ্রাম (৫ মার্চ ২০২২)

খুলনা (২২ মার্চ ২০২২)

খুলনা (২২ মার্চ ২০২২)

রাজশাহী (১২ মার্চ ২০২২)

বরিশাল (২৪ মার্চ ২০২২)

আঞ্চলিক সংলাপ

- এই কার্যক্রমটির অধীনে ৫টি আঞ্চলিক সংলাপের আয়োজন করা হয়েছিল।
  - যা বাংলাদেশের ৫টি বিভাগে আয়োজন করা হয় (রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশাল)
- সংলাপে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় মেয়র, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
- এছাড়াও সংলাপে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন জেলা-উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, রাজনীতিক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
- এই সংলাপগুলোতে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
- এই সংলাপগুলতে দারিদ্রতা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো ইত্যাদি দিক নিয়ে এই বিভাগুলোর বর্তমান অবস্থান ও ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

রাজশাহী আঞ্চলিক সংলাপঃ সুপারিশমালা

- ইশতেহার তৈরির আগে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন, এবং নির্বাচনের আগে স্থানীয় চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।
- নির্বাচনী ইশতেহারটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণকেও তা অবহিত করতে হবে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে জবাবদিহিতা বাড়াতে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার প্রস্তুত করতে হবে। এরপর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ন কমিটি থাকতে হবে।
- বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় খরচ কমাতে হবে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানের বিষয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে অনেক বেশি মনোযোগ প্রয়োজন। রাজশাহী এখনও একটি কৃষি অঞ্চল তাই একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত প্রয়োজন।
- রাজশাহী অঞ্চলে শ্রম বিভাগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ স্থাপন করতে হবে।
- যুব, নারী ও প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা
- এই অঞ্চলের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার, হাইকোর্ট, বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রয়োজন।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নদী ভাঙ্গন, প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার এবং এই অঞ্চলের জন্য পৃথক বাজেট কাঠামো।
- গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নে এবং তাদের অধিকার পেতে আরও সোচ্চার হতে হবে।
- নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই নির্বাচনী ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে জেলাভিত্তিক মহিলা আসনের প্রয়োজন রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং আবাসন প্রকল্পে স্থানীয় ভিক্ষুকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- নারীদের উপর হামলাকারীদের জনসমক্ষে শাস্তি দিতে হবে এবং তাদের ছবিসহ তালিকা শহরের এলাকায় টাঙাতে হবে।

খুলনা আঞ্চলিক সংলাপঃ সুপারিশমালা

- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সাথে একটি গোল টেবিল বিতর্ক প্রয়োজন। নির্বাচনের পরও জনগণের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার প্রচার করতে হবে।
- সকল রাজনৈতিক দল, সমাজ এবং অর্থনীতিতে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে।
- বিরোধী দলগুলোর ইশতেহারও মূল্যায়ন করা উচিত।
- উপকূলীয় অঞ্চলে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নদী ও খাল দখলের বিষয়টি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ডেল্টা প্ল্যান এবং ইকো-ডাইভারসিটি প্ল্যান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। এলডিসি থেকে স্নাতক হওয়ার জন্য, গ্রামীণ জনগণকে এখন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- মহিলাদের উচ্চ জামানত ফি বা বন্ধকী প্রদান ছাড়াই একটি ঋণ পেতে সক্ষম হওয়া উচিত।
- ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা উপকারী হবে না; পরিবর্তে, সবার জন্য আইসিটি বিষয় সহ একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাবিদকে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ ও অন্যায্য উপায় নিষিদ্ধ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন আইনি কাঠামোগত গঠন।
- রাজনীতিতে নারীদেরকে রাজনীতিতে পুরুষদের মতোই সম্মানের সাথে দেখা উচিত, বিশেষ করে তৃণমূলে।

বরিশালের আঞ্চলিক সংলাপঃ সুপারিশমালা

- নদী ভাঙ্গন রোধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা নির্বাচনের আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী ইশতেহারের পরামর্শ দিতে পারে এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে পারে।
- বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন করার সময় এসেছে এবং প্রান্তিকদের (যেমন, দলিত) সংসদে কোনো প্রতিনিধি নেই এই সকলক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে।
- জেলাভিত্তিক বাজেট বিতরণ স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে উপকারী হবে।
- উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের সময়, আমাদের জলবায়ু দুর্বলতার বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

রংপুরের আঞ্চলিক সংলাপঃ সুপারিশমালা

- বিড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে
- তিস্তা নদী খনন করে কাউনিয়ার তিস্তা ব্রিজের কাছে বন্দর ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে
- কাউনিয়ার মিরবাগে একটি যুব প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন করতে হবে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের জন্য পুনর্বাসনে সহায়তা করতে হবে।
- রংপুর হতে ঢাকায় চাকরির পরীক্ষা দিতে যাওয়া এবং আসা অনেকের জন্য ভোগান্তির কারণ হয়ে দাড়ায়, এই ভোগান্তি কমাতে রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে চাকুরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং বদরগঞ্জে জমি সংরক্ষণ করতে হবে
- রংপুরে একটি ফ্রীল্যানসিং জোন তৈরি করা প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে।
- সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতাল-মালপাহাড়ি, উরাও সহ অনেক নিরীহ এবং অবহেলিত আদিবাসী আছেন তাদের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সংলাপঃ সুপারিশমালা

- কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করতে হবে
- চট্টগ্রাম শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বর্তমানে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাতে শিক্ষার্থীদের আসন বৃদ্ধি করতে হবে।
- জেন্ডার সমতা বৃদ্ধির লক্ষে নারীদের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের আরো সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে
- তৃনমূল পর্যায়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্য যথাযত উদ্যোগ গ্রহণ করেত হবে।
- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরনে থার্ড জেন্ডার বা হিজড়াদের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।
- উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্থানীয়করণ করতে হবে।

এই সম্মেলন থেকে প্রত্যাশা

- নাগরিকদের মধ্যে ইশতেহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে তারা রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলি মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত হয়।
- বর্তমান সরকারের শিক্ষা, শোভন কর্মসংস্থান, ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করা।
- জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- যেসব স্থানীয় চাহিদার ওপরে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন আছে, তার ওপরে আলোকপাত করা।
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সম্পর্কে জনগণের মনোভাব নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা।

কয়েকটি প্রশ্ন?

- ইশতেহারের গুরুত্ব কীভাবে বাড়ানো যাবে?
- ইশতেহার প্রণয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কীভাবে বাড়ানো যায়?
- ইশতেহারের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার উপায় কি?
- যেসব স্থানীয় চাহিদার ওপরে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন আছে, তা কীভাবে জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরা যাবে?

উপসংহার

- ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট ও তাদের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যায়, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গীকার সাধারণ প্রকৃতির, যার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই।
  - ফলে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনেকক্ষেত্রে বাস্তবানুগ নয়।
- রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রকৃত সদিচ্ছা নিয়ে উদ্বেগ আছে।
  - বিভিন্ন নীতিগত নথি ও নির্বাচনী ইশতেহারের সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।
  - উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের বেশ কিছু অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত নথিতে প্রতিফলিত হচ্ছে না (যেমন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্র)।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা নেই।
  - আবার এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই, যার মাধ্যমে দলের সদস্যদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যেতে পারে।
- নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে দলগুলোকে গণতান্ত্রিক হতে হবে।
- নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনো অনানুষ্ঠানিক।
  - রাজনৈতিক দলের বেশিরভাগ স্থানীয় প্রতিনিধি এমন কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন না যার মাধ্যমে নাগরিক, বিশেষত প্রান্তিক নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার তৈরিতে আরও অংগ্রহণমূলক কাঠামো গ্রহণ করবেন, বাস্তবমুখী নীতি অঙ্গিকার গ্রহণ করবেন এবং জনগণকে সাথে নিয়ে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবেন এটাই প্রত্যাশা।

ধন্যবাদ